চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং-০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ০৪ জুলাই ২০২২ খ্রি.

চসিক পরিচালিত মার্কেট ব্যাবসায়ী নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় মেয়র
ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া নগরীতে ব্যবসা করা যাবে না

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন একটি সেবামুলক প্রতিষ্ঠান, নগর বাসির সেবাদান করাই সিটি কর্পোরেশনের প্রধান কাজ। চসিকের রাজস্ব আয় থেকে নগরবাসির সেবা করতে হয়। সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আয়ের বড়খাত হচ্ছে গৃহকরসহ বিভিন্ন মার্কেট ও স্থাপনার ভাড়া। এই সকল মার্কেট ও স্থাপনা থেকে কর্পোরেশনের আয় খুবই নগন্য। চসিক ২০১৭ সালে বিভিন্ন মার্কেট ও স্থাপনার ভাড়া ২৫% বৃদ্ধি করলেও বর্তমান সময়ের মূল্যায়নে কর্পোরেশনের মার্কেট ও স্থাপনার ভাড়া যুগপোযুগী করা বাঞ্চনীয় হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় আমরা উভয়পক্ষ সমযোতার ভিত্তিতে ভাড়া নির্ধারণ করতে চাই যাতে কোন পক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। তিনি বলেন কর্পোরেশনের অনেক মার্কেট ও স্থাপনার সংস্কার করার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি এই সমস্ত মার্কেটের সংস্কার পর্যায়ক্রমে করা হবে বলে ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দকে আশ্বস্থ করেন। আজ সোমবার বিকেলে বাটালি হিলস্থ অস্থায়ী নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে চসিক পরিচালিত মার্কেটের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সাথে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকার্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, এষ্টেট অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) মো. জসিম উদ্দিন চৌধুরী, বহদ্দারহাট ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মো. ইউসুফ তালুকদার, সাধারণ সম্পাদক মো. নাছির উদ্দিন, আলহাজ¦ মো. নাজিম উদ্দিন, মোরশেদ উদ্দিন আহমদ, মো. সিরাজুল ইসলাম, মো. আলী হোসেন, মো. আজিজুল হক, মো. ইউনুছ, মো. আমিনসহ বিভিন্ন মার্কেটের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ।

মেয়র আরও বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন গৃহকরের উপর সম্পূর্ন নির্ভরশীল। আমরা আরও কিছু খাত থেকে নতুন ভাবে কর আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। শুধুমাত্র গৃহকর দিয়ে আমাদের এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা সম্ভব নয়, তদুপরি গৃহকর সহনীয় পর্য্যায়ে না হলে নগর বাসির ভোগান্তি হয় এই বিষয়টিও আমরা গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় করছি। নগরীতে ব্যবসা করতে হলে ট্রেড লাইসেন্স নিতে হবে, লাইসেন্স ছাড়া কেউ ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন না। অথচ লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, অনেক ব্যবসায়ী চ ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া ব্যবসায় করছেন এমনকি চসিক পরিচালিত মার্কেটের দোকান মালিকরাও অনেকেই ট্রেড লাইসেন্স করা থেকে বিরত রয়েছেন এটা বেআইনী। শহরে ব্যবসা করতে হলে অবশ্যই ট্রেড লাইসেন্স করতে হবে। তিনি আরো বলেন, এখনো পর্যন্ত যারা ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করেন নাই বা নবায়ন করেন নাই তাদের অনতিবিলম্বে নতুন ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করবেন। ট্রেড লাইসেন্স বিহীন ব্যবসা পরিচালনাকারীদের বিরুদ্ধে চসিক আইনে ভ্রাম্যমান আদলতের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে ব্যবসায়ীদের অবহিত করেন।

চসিকের ভ্রাম্যমান আদালত নগরীর অবৈধ পশুর হাটকে
৬০ হাজার টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ সোমবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। চসিক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী পরিচালিত অভিযানে পাহাড়তলী ঝাউতলা বাজার সংলগ্ন মাঠে অবৈধ পশুরহাট, বায়েজিদ বোস্তামী রোডের এশিয়ান এগ্রো, চৌধুরী রেঞ্জ ও ইউনি ক্যাম্প নামক প্রতিষ্ঠান অবৈধভাবে কোরবানির

পশুর হাট বসানোর অপরাধে উল্লেখিত ৪ প্রতিষ্ঠানের মালিকের বিরুদ্ধে মামলা রুজুপূর্বক ৬০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং আজকের মধ্যে পার্শ্ববর্তী হাটে কোরবানির পশু নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়। অভিযানে সাগরিকা পশু বাজারও তদারকি করা হয়।

অপর এক অভিযানে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মনীষা মহাজন পরিচালিত অভিযানে কর্ণফুলী (নুরনগর) পশুরহাট তদারকি করা হয়। উভয় অভিযানে পশু ক্রেতা-বিক্রেতাকে মাস্ক পরিধান করা ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং ইজারাদার কর্তৃক সার্বক্ষনিকভাবে ক্রেতা-বিক্রেতাদের হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা ও জীবানু নাশক স্প্রে ব্যবহার নিশ্চিত করাসহ পর্যাপ্ত পরিমানে মাস্ক, গ্লাভস, স্যানিটাইজার রাখার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটগণ নির্দেশনা প্রদান করেন। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটগণকে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-

(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩